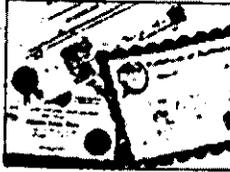


নীলক্ষেতে জাল সার্টিফিকেটের রমরমা ব্যবসা চলছে

অনিচ্ছামান উদ্ধৃতি

রাজধানীর নীলক্ষেত মার্কেটে জাল সার্টিফিকেটের রমরমা ব্যবসা চলছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুল, কলেঙ্গা, মেডিকেল, ইতিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটিসহ নানা ধরনের সার্টিফিকেট হুবহু তৈরি হচ্ছে। মূল সার্টিফিকেট থেকে মাল-রেজিস্ট্রেশন ও রোল নম্বর ঠিক করে নাম, পিতার নাম বদলে দেয়া হচ্ছে। অনুসন্ধান জানা গেছে, বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষাকে সামনে রেখে বড় ভূমি দ্বারা রাজধানী জাল সার্টিফিকেট সঞ্চার করতে নীলক্ষেতের বিভিন্ন কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানে ভিত্তি জমাচ্ছে। এ সুযোগে কম্পিউটার চালনায় পারদর্শী অসংখ্য ব্যবসায়ীরা জাল সার্টিফিকেটের বিনিময়ে হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। নীলক্ষেতের একাধিক সূত্র ও সরেজমিন অনুসন্ধান



জানা গেছে, এসব জাল সার্টিফিকেট সর্বনিম্ন এক হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫/২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। থানা, ডিবি পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে বরখা দিয়ে এই অর্বেচন ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজধানীর নীলক্ষেতের কয়েকটি মার্কেটে তিন শতাধিক কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেটের দোকান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৮/১০টি প্রতিষ্ঠান এসব অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। জাল সার্টিফিকেট পেতে হলে দালাল ধরতে হয়। - জানা গেছে, দালালরা সার্টিফিকেটের জন্য যারা আসে তাদেরকে নিকটাত্মীয় কারও মূল সার্টিফিকেট সঙ্গে নিয়ে আসতে বলে। দরকষাকষি শেষে মূল নির্ধারনের পর দালালে কাস্টমারকে একটা নির্দিষ্ট নম্বর আনতে বলে। টাকা হস্তান্তর হলে সব ধরনের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।